হিন্দু উত্তরাধিকার আইন, ১৯৫৬

(১৯৫৬-র ৩০ নং আইন)

হিন্দুগণের মধ্যে উইলবিহীন উত্তরাধিকার সম্পর্কিত বিধি সংশোধিত ও সংহিতাবদ্ধ করিবার জন্য আইন।

[১৭ই জুন, ১৯৫৬]

ভারত সাধারণতন্ত্রের সপ্তম বর্ষে সংসদ কর্তৃক নিম্নলিখিত-রূপে বিধিবদ্ধ হইল :

অধ্যায় ১

উপক্রমনিকা

সংক্ষিপ্ত নাম ও প্রসার।

১। (১) এই আইন হিন্দু উত্তরাধিকার আইন, ১৯৫৬ নামে অভিহিত হইতে পারিবে।

(২) এই আইন জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য ব্যতীত সমগ্র ভারতে প্রসারিত হইবে।

আইনের প্রয়োগ।

২। (১) এই আইন প্রযুক্ত হইবে—

(ক) কোন বীরশৈব, কোন লিঙ্গায়ত, অথবা ব্রাহ্ম, প্রার্থনা বা আর্যসমাজের কোন অনুগামী সমেত এরূপ যেকোন ব্যক্তির প্রতি, যে হিন্দুধর্মের যেকোন রূপ বা বিকাশ অনুযায়ী ধর্মে হিন্দু,

(খ) এরূপ যেকোন ব্যক্তির প্রতি, যে ধর্মে বৌদ্ধ, জৈন বা শিখ, এবং

(গ) এরূপ অন্য যেকোন ব্যক্তির প্রতি, যে ধর্মে মুসলমান, খ্রীষ্টান, পার্শী বা ইহুদী নহে, যদি না ইহা প্রমাণিত হয় যে, এই আইন প্রণীত না হইয়া থাকিলে ঐরূপ কোনও ব্যক্তি এই আইনে ব্যবস্থিত বিষয়-সমূহের যেকোনটি সম্পর্কে হিন্দু বিধি দ্বারা, বা ঐ বিধির অংশরূপ কোনও রীতি বা প্রথা দ্বারা, শাসিত হইত না।

ব্যাখ্যা।—নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ধর্মে হিন্দু অথবা, স্থল-বিশেষে, বৌদ্ধ, জৈন বা শিখ :—

(ক) যেকোন সন্তান, বৈধ বা অবৈধ, যাহার পিতামাতা উভয়েই ধর্মে হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন বা শিখ ;

(খ) যেকোন সন্তান, বৈধ বা অবৈধ, যাহার পিতামাতার একজন ধর্মে হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন বা শিখ, এবং যে, ঐ পিতা বা মাতা যে জনজাতি, সম্প্রদায়, গোষ্ঠী বা পরিবারের অন্তর্ভুক্ত আছে বা ছিল তাহার সদস্যরূপে লালিত ;

(গ) যেকোন ব্যক্তি, যে হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন বা শিখ ধর্মে ধর্মান্তরিত বা পুনর্ধর্মান্তরিত।

(২) (১) উপধারায় যাহাই থাকুক না কেন তৎসত্ত্বেও, এই আইনের অন্তর্ভুক্ত কোন কিছুই সংবিধানের ৩৬৬ অনুচ্ছেদের (২৫) প্রকরণের অর্থের অন্তর্গত কোনও তফসিলী জনজাতির সদস্যগণের প্রতি প্রযুক্ত হইবে না, যদি না কেন্দ্রীয় সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, অন্যথা নির্দেশ করেন।

(৩) এই আইনের যেকোন অংশে 'হিন্দু' শব্দের এরূপ অর্থ করিতে হইবে, যেন ইহা এরূপ ব্যক্তিকে অন্তর্ভাবিত করে যে, যদিও ধর্মে হিন্দু নহে, তথাপি এরূপ ব্যক্তি যাহার প্রতি এই ধারার বিধানসমূহের বলে এই আইন প্রযুক্ত হয়।

সংজ্ঞার্থসমূহ ও অর্থপ্রকটন।

৩। (১) এই আইনে, প্রসঙ্গতঃ অন্যথা আবশ্যক না হইলে,—

(ক) "গোত্রজ"—এক ব্যক্তিকে অপর এক ব্যক্তির "গোত্রজ" বলা যাইবে, যদি ঐ দুইজন কেবল পুরুষদিগের মাধ্যমে রক্তের বা দত্তকজনিত সম্বন্ধযুক্ত হয়;

(খ) "অলিয়সন্তান বিধি" বলিতে সেই ব্যক্তিগণের প্রতি প্রযোজ্য বিধিপদ্ধতি বুঝাইবে, যে ব্যক্তিগণ, এই আইন প্রণীত না হইয়া থাকিলে, যে বিষয়সমূহের জন্য এই আইনে বিধান করা হইয়াছে সেই বিষয়সমূহ সম্পর্কে, মাদ্রাজ অলিয়-সন্তান আইন, ১৯৪৯ দ্বারা অথবা রীতিগত অলিয়সন্তান বিধি দ্বারা শাসিত হইত; ১৯৪৯-এর মাদ্রাজ ৯ আইন।

(গ) "বন্ধু"—এক ব্যক্তিকে অপর এক ব্যক্তির "বন্ধু" বলা যাইবে, যদি ঐ দুইজন রক্তের বা দত্তক-জনিত সম্বন্ধযুক্ত হয়, কিন্তু কেবল পুরুষদিগের মাধ্যমে নহে;

(ঘ) "রীতি" ও "প্রথা" শব্দগুলি এরূপ যেকোন নিয়ম বুঝাইবে যাহা দীর্ঘকাল ধরিয়া অবিচ্ছিন্ন-ভাবে ও একইরূপে পালিত হওয়ায় কোনও স্থানীয় অঞ্চলে, বা কোন জনজাতি, সম্প্রদায়, গোষ্ঠী বা পরিবারে, হিন্দুগণের মধ্যে বিধির বলবত্তা লাভ করিয়াছে:

তবে, নিয়মটি নিশ্চিত হইবে এবং অযৌক্তিক বা জননীতি-বিরোধী হইবে না: এবং

পরন্তু, একটিমাত্র পরিবারের প্রতি প্রযোজ্য কোন নিয়মের ক্ষেত্রে, ঐ পরিবার যেন উহা বন্ধ না করিয়া থাকে;

(ঙ) "পূর্ণরক্ত", "অর্ধরক্ত" এবং "জঠররক্ত"—

(i) দুইজন ব্যক্তিকে পরস্পরের সহিত পূর্ণ রক্তের সম্বন্ধযুক্ত তখন বলা হয় যখন তাহারা অভিন্ন পূর্বজ হইতে একই পত্নীর দ্বারা অবজনিত, এবং অর্ধরক্তের সম্বন্ধযুক্ত তখন বলা হয় যখন তাহারা অভিন্ন পূর্বজ হইতে, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন পত্নীর দ্বারা, অবজনিত;

(ii) দুইজন ব্যক্তিকে পরস্পরের সহিত জঠররক্তের সম্বন্ধযুক্ত তখন বলা হয় যখন তাহারা অভিন্ন পূর্বজা হইতে, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন স্বামীর দ্বারা, অবজনিত।

ব্যাখ্যা।—এই প্রকরণে "পূর্বজ" বলিতে পিতা এবং "পূর্বজা" বলিতে মাতা অন্তর্ভাবিত হয়।

(চ) "ওয়ারিশ" বলিতে পুরুষ অথবা নারী যেকোন ব্যক্তিকে বুঝাইবে, যে এই আইন অনুযায়ী উত্তরাধিকারসূত্রে কোন উইলবিহীনের সম্পত্তি পাইবার অধিকারী;

(ছ) "উইলবিহীন"—কোন ব্যক্তি সেই সম্পত্তি সম্পর্কে উইলবিহীন অবস্থায় মৃত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে, যে সম্পত্তি সম্পর্কে সে এরূপ কোন উইলমূলক বিলিব্যবস্থা করিয়া যায় নাই যাহা কার্যকর হইবার যোগ্য হইতে পারে;

(জ) "মরুমক্কত্তায়ম বিধি" বলিতে সেই ব্যক্তিগণের প্রতি প্রযোজ্য বিধিপদ্ধতি বুঝাইবে—

(ক) যে ব্যক্তিগণ, এই আইন প্রণীত না হইয়া থাকিলে, এই আইনে যে বিষয়সমূহের জন্য বিধান করা হইয়াছে সেই বিষয়সমূহ সম্পর্কে মাদ্রাজ মরুমক্কত্তায়ম আইন, ১৯৩২; ত্রিবাংকুর নায়ার আইন; ত্রিবাংকুর ঈজভা আইন; ত্রিবাংকুর নাঞ্জিনাদ ভেল্লালা আইন; ত্রিবাংকুর ক্ষত্রিয় আইন; ত্রিবাংকুর কৃষ্ণণভক মরুমক্কতায়ী আইন; কোচিন মরুমক্কতায়ম আইন; অথবা কোচিন নায়ার আইন দ্বারা শাসিত হইত; অথবা

১৯৩২-এর মাদ্রাজ ২২ আইন, ।
১১০০কে-র ২ ।
১১০০কে-র ৩ ।
১১০১কে-র ৬ ।
১১০৮কে-র ৭ ।
১১১৫কে-র ৭ ।
১১১৩কে-র ৩৩ ।
১১১৩কে-র ২৯ ।

(খ) যে ব্যক্তিগণ এরূপ কোন সম্প্রদায়ভুক্ত, যাহার সদস্যগণ বহুল পরিমাণে ত্রিবাংকুর-কোচিন অথবা মাদ্রাজ রাজ্যে [১লা নভেম্বর, ১৯৫৬-র অব্যবহিত পূর্বে উহা যেরূপ বিদ্যমান ছিল] অধিবাসী, এবং যাহারা, এই আইন প্রণীত না হইয়া থাকিলে, এই আইনে যে বিষয়-সমূহের জন্য বিধান করা হইয়াছে সেই বিষয়-সমূহ সম্পর্কে, এরূপ কোন দায়াধিকার-পদ্ধতি দ্বারা শাসিত হইত যাহাতে অবরোহী বংশক্রম স্ত্রীপরম্পরায় অনুসৃত হয়;

কিন্তু উহা অলিয়সন্তান বিধিকে অন্তর্ভাবিত করিবে না;

(ঝ) "নামুদ্রি বিধি" বলিতে সেই ব্যক্তিগণের প্রতি প্রযোজ্য বিধিপদ্ধতি বুঝাইবে, যে ব্যক্তিগণ, এই আইন প্রণীত না হইয়া থাকিলে, এই আইনে যে বিষয়সমূহের জন্য বিধান করা হইয়াছে সেই বিষয়সমূহ সম্পর্কে মাদ্রাজ নাম্বুদ্রি আইন, ১৯৩২; কোচিন নাম্বুদ্রি আইন; অথবা ত্রিবাংকুর মালয়াল ব্রাহ্মণ আইন দ্বারা শাসিত হইত;

১৯৩৩-এর মাদ্রাজ ২১ আইন।
১১১৩কে-র ১৭ ।
১১০৬কে-র ৩ ।

(ঞ) "সম্বন্ধযুক্ত" বলিতে বৈধ রক্তসম্বন্ধ দ্বারা সম্বন্ধযুক্ত বুঝাইবে:

তবে, অবৈধ সন্তানগণ তাহাদের মাতার সহিত এবং পরস্পরের সহিত সম্বন্ধযুক্ত বলিয়া গণ্য হইবে, এবং তাহাদের বৈধ বংশজগণ তাহাদের সহিত এবং পরস্পরের সহিত সম্বন্ধযুক্ত বলিয়া গণ্য হইবে; এবং সম্বন্ধ প্রকাশ করে বা কোন আত্মীয়কে বুঝায় এরূপ কোন শব্দের তদনুসারে অর্থ করিতে হইবে।

(২) এই আইনে, প্রসঙ্গতঃ অন্যথা আবশ্যক না হইলে, পুংলিঙ্গবাচক শব্দসমূহ স্ত্রীজাতীয় কাহাকেও অন্তর্ভাবিত করে বলিয়া ধরা যাইবে না।

আইনের অভিভাবী কার্যকারিতা।

৪। (১) এই আইনে স্পষ্টভাবে যেরূপ অন্যথা বিহিত আছে সেরূপে ভিন্ন,—

(ক) যে যে বিষয়ের জন্য এই আইনে বিধান করা হইয়াছে সেরূপ কোন বিষয়ের জন্য এই আইনের প্রারম্ভের অব্যবহিত পূর্বে বলবৎ হিন্দুবিধির কোনও বচন, নিয়ম বা অর্থপ্রকটন অথবা ঐ বিধির অংশরূপ কোনও রীতি বা প্রথা আর কার্যকর থাকিবে না;

(খ) এই আইনের প্রারম্ভের অব্যবহিত পূর্বে বলবৎ অন্য যেকোন বিধি এই আইনের অন্তর্ভুক্ত বিধানসমূহের কোনটির সহিত যতদূর পর্যন্ত অসমঞ্জস ততদূর পর্যন্ত আর হিন্দুগণের প্রতি প্রযুক্ত হইবে না।

(২) সন্দেহ দূরীকরণের জন্য এতদ্দ্বারা ঘোষিত করা যাইতেছে যে, এই আইনের অন্তর্ভুক্ত কোন কিছুই তৎকালে বলবৎ এরূপ কোন বিধির বিধানসমূহ প্রভাবিত করে বলিয়া গণ্য হইবে না, যাহা কৃষি জোতের খণ্ডীকরণ নিবারণের জন্য অথবা ঐরূপ জোত সম্পর্কে সর্বোচ্চ সীমা স্থিরীকরণের বা প্রজাস্বত্ব সংক্রান্ত অধিকারের প্রতিসংক্রমণের জন্য ব্যবস্থা করে।

অধ্যায় ২

উইলাবিহীন উত্তরাধিকার

সাধারণ

কোন কোন সম্পত্তি সম্পর্কে এই আইন প্রযুক্ত হইবে না।

৫। এই আইন প্রযুক্ত হইবে না—

(i) এরূপ কোন সম্পত্তি সম্পর্কে, যাহাতে উত্তরাধিকার, বিশেষ বিবাহ আইন, ১৯৫৪-র ২১ ধারার অন্তর্ভুক্ত বিধানসমূহের কারণে, ভারতীয় উত্তরাধিকার আইন, ১৯২৫ দ্বারা প্রনিয়ন্ত্রিত হয়; ১৯৫৪-র ৪৩। ১৯২৫-এর ৩৯।

(ii) এরূপ কোন সম্পদ সম্পর্কে, যাহা কোন ভারতীয় রাজ্যের শাসক কর্তৃক ভারত সরকারের সহিত কৃত কোনও অঙ্গীকারপত্রের বা চুক্তির শর্তসমূহ দ্বারা, অথবা এই আইনের প্রারম্ভের পূর্বে প্রণীত কোনও অধিনিয়মের শর্তসমূহ দ্বারা, কোন একক ওয়ারিশে অর্শায়;

(iii) ডালিয়াম্মা তামপুরান কেভিলাপম সম্পদ সম্পর্কে এবং প্রাসাদ তহবিল সম্পর্কে, যাহা কোচিনের মহারাজা কর্তৃক প্রখ্যাপিত, ২৯শে জুন, ১৯৪৯, দিনাংকিত উদ্‌ঘোষণা (১১২৪-এর ৯) দ্বারা প্রদত্ত ক্ষমতাসমূহের কারণে প্রাসাদ প্রশাসন পর্ষদ কর্তৃক প্রশাসিত হয়।

সহদায়িকী সম্পত্তিতে স্বার্থের প্রতিসংক্রমণ।

৬। এই আইনের প্রারম্ভের পর যখন কোন পুরুষ হিন্দু তাহার মৃত্যুর সময়ে কোন মিতাক্ষরা সহদায়িকী সম্পত্তিতে স্বার্থযুক্ত থাকিয়া মৃত হয়, তখন ঐ সম্পত্তিতে তাহার স্বার্থ সহদায়িকীর জন্য উত্তরজীবী সদস্যগণের নিকট উত্তরজীবীতা সূত্রে প্রতিসংক্রমিত হইবে, এবং এই আইন অনুসারে হইবে না:

তবে, যদি ঐ মৃত ব্যক্তি, তফসিলের শ্রেণী ১-এ বিনির্দিষ্ট কোন স্ত্রী আত্মীয়কে, অথবা ঐ শ্রেণীতে বিনির্দিষ্ট এরূপ কোন

পুরুষ আত্মীয় যে ঐরূপ স্ত্রী আত্মীয়ের মাধ্যমে দাবি করে তাহাকে, উত্তরজীবী রাখিয়া গিয়া থাকে, তাহা হইলে, ঐ মিতাক্ষরা সহদায়িকী সম্পত্তিতে ঐ মৃত ব্যক্তির স্বার্থ এই আইন অনুযায়ী উইলমূলক বা, স্থলবিশেষে, উইলবিহীন উত্তরাধিকার সূত্রে প্রতিসংক্রমিত হইবে, এবং উত্তরজীবিতা সূত্রে হইবে না।

ব্যাখ্যা ১।—এই ধারার প্রয়োজনার্থে, কোন মিতাক্ষরা সহদায়িকের স্বার্থ বলিতে ঐ সম্পত্তিতে সেই অংশ গণ্য হইবে যাহা তাহাকে আবণ্টিত হইত, যদি তাহার মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে, সে বাটোয়ারা দাবি করিবার অধিকারী কি না ইহা বিচার না করিয়াই, ঐ সম্পত্তির বাটোয়ারা ঘটিয়া থাকিত।

ব্যাখ্যা ২।—এই ধারার অনুবিধির অন্তর্ভুক্ত কোন কিছুরই এরূপ অর্থ করা যাইবে না যে উহা, যে ব্যক্তি ঐ মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর পূর্বে সহদায়িকী হইতে নিজেকে পৃথক করিয়াছে তাহাকে, অথবা তাহার ওয়ারিশগণের কাহাকেও, ঐ অনুবিধিতে উল্লিখিত স্বার্থের কোন অংশ, উইলহীনতার ক্ষেত্রে, দাবি করিতে সমর্থ করে।

কোন তারওয়াড, তাভাজি, কুটুম্ব, কাভারু বা ইল্লম-এর সম্পত্তিতে স্বার্থের প্রতিসংক্রমণ।

৭। (১) যখন কোন হিন্দু, যাহার প্রতি, এই আইন প্রণীত না হইয়া থাকিলে, মরুমক্কত্তায় বা নাম্বুদ্রি বিধি প্রযুক্ত হইত, এই আইনের প্রারম্ভের পর, তাহার মৃত্যুর সময়ে কোন তারওয়াড অথবা, স্থলবিশেষে, তাভাজি বা ইল্লমের সম্পত্তিতে স্বার্থযুক্ত থাকিয়া মৃত হয়, তখন ঐ সম্পত্তিতে তাহার স্বার্থ এই আইন অনুযায়ী, উইলমূলক বা, স্থলবিশেষে, উইলবিহীন উত্তরাধিকার সূত্রে, প্রতিসংক্রমিত হইবে, এবং মরুমক্কত্তায় বা নাম্বুদ্রি বিধি অনুসারে হইবে না।

ব্যাখ্যা।—এই উপধারার প্রয়োজনার্থে, কোন তারওয়াড, তাভাজি বা ইল্লমের সম্পত্তিতে কোন হিন্দুর স্বার্থ বলিতে ঐ তারওয়াড অথবা, স্থলবিশেষে, তাভাজি বা ইল্লমের সম্পত্তির সেই অংশ গণ্য হইবে যাহা তাহার ভাগে পড়িত, যদি, তাহার মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে, ঐ তারওয়াড অথবা, স্থলবিশেষে, তাভাজি বা ইল্লমের তৎকালে জীবিত সকল সদস্যের মধ্যে ঐ সম্পত্তির মাথাপিছু বাটোয়ারা, সে তৎপ্রতি প্রযোজ্য মরুমক্কত্তায় বা নাম্বুদ্রি বিধি অনুযায়ী ঐরূপ বাটোয়ারা দাবি করিবার অধিকারী হউক বা না হউক, ঘটিয়া থাকিত, এবং ঐ অংশ অবাধিতরূপে তাহাকে আবণ্টিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) যখন কোন হিন্দু, যাহার প্রতি, এই আইন প্রণীত না হইয়া থাকিলে, অলিয়সন্তান বিধি প্রযুক্ত হইত, এই আইনের প্রারম্ভের পর, তাহার মৃত্যুর সময়ে, কোন কুটুম্ব বা, স্থলবিশেষে, কাভারুর সম্পত্তিতে অবিভক্ত স্বার্থযুক্ত থাকিয়া মৃত হয়, তখন ঐ সম্পত্তিতে তাহার স্বার্থ এই আইন অনুযায়ী, উইলমূলক বা স্থলবিশেষে, উইলবিহীন উত্তরাধিকার সূত্রে, প্রতিসংক্রমিত হইবে, এবং অলিয়সন্তান বিধি অনুসারে হইবে না।

ব্যাখ্যা।—এই উপধারার প্রয়োজনার্থে, কোন কুটুম্ব বা কাভারুর সম্পত্তিতে কোন হিন্দুর স্বার্থ বলিতে ঐ কুটুম্ব বা, স্থলবিশেষে, কাভারুর সম্পত্তির সেই অংশ গণ্য হইবে যাহা তাহার ভাগে পড়িত, যদি তাহার মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে ঐ কুটুম্ব বা, স্থলবিশেষে, কাভারুর তৎকালে জীবিত সকল সদস্যের মধ্যে ঐ সম্পত্তির মাথাপিছু বাটোয়ারা, সে অলিয়সন্তান বিধি অনুযায়ী ঐরূপ বাটোয়ারা দাবি করিবার অধিকারী হউক বা না হউক, ঘটিয়া থাকিত, এবং ঐ অংশ অবাধিতরূপে তাহাকে আবণ্টিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) (১) উপধারায় যাহাই থাকুক না কেন তৎসত্ত্বেও, যখন কোন স্থানমদার এই আইনের প্রারম্ভের পর মৃত হয়, তখন তৎকর্তৃক অধিকৃত স্থানম সম্পত্তি, ঐ স্থানমদার যে পরিবারের অন্তর্ভুক্ত ছিল সেই পরিবারের সদস্যগণের এবং ঐ স্থানমদারের

ওয়ারিশগণের নিকট প্রতিসংক্রমিত হইবে, যেন ঐ স্থানম সম্পত্তি ঐ স্থানমদারের মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে তাহার নিজের এবং তৎকালে জীবিত তাহার পরিবারের সকল সদস্যের মধ্যে মাথা-পিছু বিভক্ত হইয়া গিয়াছিল, এবং তাহার পরিবারের সদস্যগণের ও ঐ স্থানমদারের ওয়ারিশগণের ভাগে যে অংশগুলি পড়ে সেগুলি তাহাদের পৃথক সম্পত্তিরূপে তাহাদের দ্বারা অধিকৃত হইবে।

ব্যাখ্যা।—এই উপধারার প্রয়োজনার্থে, কোন স্থানমদারের পরিবার বলিতে, ঐ পরিবারের এরূপ প্রত্যেক শাখা, তাহা বিভক্ত হউক বা অবিভক্ত হউক, অন্তর্ভাবিত হইবে, যাহার পুরুষ সদস্যগণ, এই আইন প্রণীত না হইয়া থাকিলে, কোন রীতি বা প্রথা দ্বারা, উক্তরাধিকারসূত্রে স্থানমদারের স্থান লাভ করিবার অধিকারী হইত।

পুরুষগণের ক্ষেত্রে উত্তরাধিকারের সাধারণ নিয়মাবলী।

৮। উইলবিহীন অবস্থায় মৃত কোন পুরুষ হিন্দুর সম্পত্তি এই অধ্যায়ের বিধানসমূহ অনুসারে প্রতিসংক্রমিত হইবে:—

(ক) প্রথমতঃ, সেই ওয়ারিশগণের নিকট, যাহারা তফসিলের শ্রেণী ১-এ বিনির্দিষ্ট আত্মীয়;

(খ) দ্বিতীয়তঃ, যদি শ্রেণী ১-এর কোন ওয়ারিশ না থাকে, তাহা হইলে, সেই ওয়ারিশগণের নিকট, যাহারা তফসিলের শ্রেণী ২-এ বিনির্দিষ্ট আত্মীয়;

(গ) তৃতীয়তঃ, যদি ঐ শ্রেণীদ্বয়ের কোনটিরই কোন ওয়ারিশ না থাকে, তাহা হইলে, মৃত ব্যক্তির গোত্রজগণের নিকট; এবং

(ঘ) সর্বশেষে, যদি গোত্রজ কেহ না থাকে, তাহা হইলে, মৃত ব্যক্তির বন্ধুগণের নিকট।

তফসিলের ওয়ারিশগণের মধ্যে উত্তরাধিকারের ক্রম।

৯। তফসিলে বিনির্দিষ্ট ওয়ারিশগণের মধ্যে শ্রেণী ১-এর ওয়ারিশগণ যুগপৎ, এবং অন্য সকল ওয়ারিশকে বাদ দিয়া, লইবে; শ্রেণী ২-এর প্রথম প্রবিষ্টির ওয়ারিশগণ দ্বিতীয় প্রবিষ্টির ওয়ারিশগণ অপেক্ষা অধিমান পাইবে; দ্বিতীয় প্রবিষ্টির ওয়ারিশ-গণ তৃতীয় প্রবিষ্টির ওয়ারিশগণ অপেক্ষা অধিমান পাইবে; এবং ক্রমানুসারে এইভাবে চলিবে।

তফসিলের শ্রেণী ১-এর ওয়ারিশগণের মধ্যে সম্পত্তি বণ্টন।

১০। কোন উইলবিহীনের সম্পত্তি তফসিলের শ্রেণী ১-এর ওয়ারিশগণের মধ্যে নিম্নলিখিত নিয়মাবলী অনুসারে বিভক্ত হইবে:—

নিয়ম ১।—উইলবিহীনের বিধবা, অথবা যদি একাধিক বিধবা থাকে, তাহারা সকলে একত্রে, একটি অংশ লইবে।

নিয়ম ২।—উইলবিহীনের উত্তরজীবী পুত্রগণ ও কন্যাগণ ও মাতা, প্রত্যেকে একটি করিয়া অংশ লইবে।

নিয়ম ৩।—উইলবিহীনের প্রত্যেক পূর্বমৃত পুত্রের অথবা প্রত্যেক পূর্বমৃতা কন্যার শাখার ওয়ারিশগণ তাহাদের মধ্যে একটি অংশ লইবে।

নিয়ম ৪।—নিয়ম ৩-এ উল্লিখিত অংশের বণ্টন—

(i) পূর্বমৃত পুত্রের শাখার ওয়ারিশগণের মধ্যে এরূপে করিতে হইবে, যাহাতে, তাহার বিধবা (অথবা, বিধবাগণ একত্রে) এবং উত্তরজীবী পুত্রগণ

ও কন্যাগণ সমান ভাগ পায় ; এবং তাহার পূর্বমৃত পুত্রগণের শাখা সেই একই ভাগ পায়।

(ii) পূর্বমৃতা কন্যার শাখার ওয়ারিশগণের মধ্যে এরূপে করিতে হইবে, যাহাতে উত্তরজীবী পুত্রগণ ও কন্যাগণ সমান ভাগ পায়।

তফসিলের শ্রেণী ২-এর ওয়ারিশগণের মধ্যে সম্পত্তি বণ্টন।

১১। কোন উইলবিহীনের সম্পত্তি তফসিলের শ্রেণী ২-এর যেকোন একটি প্রবিষ্টিতে বিনির্দিষ্ট ওয়ারিশগণের মধ্যে এরূপে বিভক্ত হইবে যাহাতে তাহারা সমানভাবে অংশ পায়।

গোত্রজগণের এবং বন্ধুগণের মধ্যে উত্তরাধিকারের ক্রম।

১২। গোত্রজগণের বা, স্থলবিশেষে, বন্ধুগণের মধ্যে উত্তরাধিকারের ক্রম এতন্নিম্নে নিবদ্ধ অধিমানের নিয়মাবলী অনুসারে নির্ধারিত হইবে :—

নিয়ম ১।—দুই ওয়ারিশের মধ্যে, যাহার আরোহী বংশক্রমের পর্যায় অপেক্ষাকৃত কম বা আদৌ নাই, তাহাকে অধিমান দিতে হইবে।

নিয়ম ২।—যেক্ষেত্রে আরোহী বংশক্রমের পর্যায়ের সংখ্যা একই, অথবা আদৌ নাই, সেক্ষেত্রে সেই ওয়ারিশকে অধিমান দিতে হইবে যাহার অবরোহী বংশক্রমের পর্যায় অপেক্ষাকৃত কম বা আদৌ নাই।

নিয়ম ৩।—যেক্ষেত্রে নিয়ম ১ বা নিয়ম ২ অনুযায়ী ওয়ারিশগণের কেহই কাহারও অপেক্ষা অধিমান পাইবার অধিকারী নহে, সেক্ষেত্রে তাহারা যুগপৎ লইবে।

পর্যায় সংগণনা।

১৩। (১) গোত্রজগণের বা বন্ধুগণের মধ্যে উত্তরাধিকারের ক্রম নির্ধারণ করিবার উদ্দেশ্যে, উইলবিহীন হইতে ওয়ারিশ পর্যন্ত সম্বন্ধ আরোহী বংশক্রমের পর্যায়সমূহের অথবা, স্থলবিশেষে, অবরোহী বংশক্রমের পর্যায়সমূহের বা উভয়ের মাপকাঠিতে গণিত হইবে।

(২) আরোহী বংশক্রমের পর্যায়সমূহ এবং অবরোহী বংশক্রমের পর্যায়সমূহ উইলবিহীন সমেত সংগণিত হইবে।

(৩) প্রত্যেক পুরুষেই একটি আরোহী বা অবরোহী পর্যায় হইবে।

কোন স্ত্রীহিন্দুর সম্পত্তি তাহার অবাধ সম্পত্তি হইবে।

১৪। (১) কোন স্ত্রী হিন্দু কর্তৃক দখলীকৃত কোন সম্পত্তি, তাহা এই আইনের প্রারম্ভের পূর্বে বা পরে যখনই অর্জিত হইয়া থাকুক, ঐ স্ত্রী হিন্দু কর্তৃক তাহার পূর্ণ মালিকরূপে অধিকৃত থাকিবে, সীমিত মালিকরূপে নহে।

ব্যাখ্যা।—এই উপধারায় "সম্পত্তি" অন্তর্ভাবিত করিবে এরূপ অস্থাবর ও স্থাবর সম্পত্তি, যাহা কোন স্ত্রী হিন্দু কর্তৃক দায়াধিকার সূত্রে বা উইল সূত্রে, অথবা কোন বাটোয়ারা সূত্রে, অথবা ভরণপোষণ বা ভরণপোষণের বাকির পরিবর্তে, অথবা তাহার বিবাহের পূর্বে, বিবাহে বা বিবাহের পরে, কোন ব্যক্তির নিকট হইতে, সেই ব্যক্তি আত্মীয় হউক বা না হউক, দান সূত্রে, অথবা তাহার নিজের দক্ষতা বা উদ্যম দ্বারা, অথবা ক্রয় সূত্রে বা দীর্ঘভোগদখল সূত্রে, অথবা অন্য যেকোন প্রণালীতে, অর্জিত, এবং, অধিকন্তু, এরূপ যেকোন সম্পত্তি, যাহা ঐ হিন্দু স্ত্রী কর্তৃক এই আইনের প্রারম্ভের অব্যবহিত পূর্বে স্ত্রীধনরূপে অধিকৃত।

(২) (১) উপধারার অন্তর্ভুক্ত কোন কিছুই দান সূত্রে অথবা কোন উইল বা অন্য কোন সংলেখ অনুযায়ী অথবা কোন দেওয়ানী আদালতের কোন ডিক্রী বা আদেশ অনুযায়ী অথবা কোন রোয়েদাদ অনুযায়ী অর্জিত সম্পত্তির প্রতি প্রযুক্ত হইবে না, যেক্ষেত্রে ঐ দান, উইল বা অন্য সংলেখ অথবা ডিক্রী, আদেশ বা রোয়েদাদের শর্তসমূহ ঐরূপ সম্পত্তিতে সঙ্কুচিত স্বত্ব বিহিত করে।

স্ত্রী হিন্দুগণের ক্ষেত্রে উত্তরাধিকারের সাধারণ নিয়মাবলী।

১৫। (১) উইলবিহীন অবস্থায় মৃত কোন স্ত্রী হিন্দুর সম্পত্তি ১৬ ধারায় প্রদর্শিত নিয়মাবলী অনুসারে প্রতিসংক্রমিত হইবে, —

(ক) প্রথমতঃ, (কোন পূর্বমৃত পুত্র বা কন্যার সন্তানগণ সমেত) পুত্রগণের ও কন্যাগণের এবং স্বামীর নিকট ;

(খ) দ্বিতীয়তঃ, স্বামীর ওয়ারিশগণের নিকট ;

(গ) তৃতীয়তঃ, মাতা ও পিতার নিকট ;

(ঘ) চতুর্থতঃ, পিতার ওয়ারিশগণের নিকট ; এবং

(ঙ) সর্বশেষে, মাতার ওয়ারিশগণের নিকট।

(২) (১) উপধারায় যাহাই থাকুক না কেন তৎসত্ত্বেও,—

(ক) কোন স্ত্রী হিন্দু কর্তৃক তাহার পিতার বা মাতার নিকট হইতে দায়াধিকার সূত্রে প্রাপ্ত কোন সম্পত্তি, মৃত ব্যক্তির (কোন পূর্বমৃত পুত্র বা কন্যার সন্তানগণ সমেত) কোন পুত্র বা কন্যার অভাবে, (১) উপধারায় উল্লিখিত অন্য ওয়ারিশগণের নিকট উহাতে বিনির্দিষ্ট ক্রম অনুসারে প্রতিসংক্রমিত হইবে না, কিন্তু পিতার ওয়ারিশগণের নিকট প্রতিসংক্রমিত হইবে ; এবং

(খ) কোন স্ত্রী হিন্দু কর্তৃক তাহার স্বামীর নিকট হইতে অথবা তাহার শ্বশুরের নিকট হইতে দায়াধিকার সূত্রে প্রাপ্ত কোন সম্পত্তি, মৃত ব্যক্তির (কোন পূর্বমৃত পুত্র বা কন্যার সন্তানগণ সমেত) কোন পুত্র বা কন্যার অভাবে, (১) উপধারায় উল্লিখিত ওয়ারিশগণের নিকট উহাতে বিনির্দিষ্ট ক্রম অনুসারে প্রতিসংক্রমিত হইবে না, কিন্তু স্বামীর ওয়ারিশগণের নিকট প্রতিসংক্রমিত হইবে।

কোন স্ত্রী হিন্দুর ওয়ারিশগণের মধ্যে উত্তরাধিকারের ক্রম এবং ঐ ওয়ারিশগণের মধ্যে উইলবিহীনের সম্পত্তির বণ্টন নিম্নলিখিত নিয়মাবলী অনুসারে হইবে, যথা :—

১৬। ১৫ ধারায় উল্লিখিত ওয়ারিশগণের মধ্যে উত্তরাধিকারের ক্রম এবং ঐ ওয়ারিশগণের মধ্যে উইলবিহীনের সম্পত্তির বণ্টন নিম্নলিখিত নিয়মাবলী অনুসারে হইবে, যথা :—

নিয়ম ১।—১৫ ধারার (১) উপধারায় বিনির্দিষ্ট ওয়ারিশগণের মধ্যে, এক প্রবিষ্টিভুক্ত ওয়ারিশগণ যেকোন পরবর্তী প্রবিষ্টিভুক্ত ওয়ারিশগণ অপেক্ষা অধিমান পাইবে এবং একই প্রবিষ্টির অন্তর্ভুক্ত ওয়ারিশগণ যুগপৎ লইবে।

নিয়ম ২।—যদি উইলবিহীনের কোন পুত্র বা কন্যা উইলবিহীনের মৃত্যুকালে নিজের সন্তানগণকে জীবিত রাখিয়া উইলবিহীনের মৃত্যুর পূর্বে মৃত হইয়া থাকে, তাহা হইলে, ঐ পুত্র বা কন্যার সন্তানগণ নিজেদের মধ্যে সেই অংশ লইবে যাহা ঐ পুত্র বা কন্যা, উইলবিহীনের মৃত্যুর সময়ে জীবিত থাকিলে, লইত।

নিয়ম ৩।—১৫ ধারার (১) উপধারার (খ), (ঘ) ও (ঙ) প্রকরণে, এবং (২) উপধারায় উল্লিখিত ওয়ারিশগণের নিকট উইলবিহীনের সম্পত্তির প্রতিসংক্রমণ সেই একই ক্রম ও একই নিয়মাবলী অনুসারে হইবে, যে ক্রম ও যে নিয়মাবলী প্রযুক্ত হইত যদি ঐ সম্পত্তি পিতার অথবা, স্থলবিশেষে, মাতার বা স্বামীর হইত, এবং ঐরূপ ব্যক্তি উইলবিহীনের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে ঐ সম্পত্তি সম্পর্কে উইলবিহীন অবস্থায় মৃত হইত।

মরুমক্কত্তায়ম ও অলিয়সন্তান বিধি দ্বারা শাসিত ব্যক্তিগণ সম্পর্কে বিশেষ বিধানসমূহ।

১৭। যে ব্যক্তিগণ এই আইন প্রণীত না হইয়া থাকিলে মরুমক্কত্তায়ম বিধি অথবা অলিয়সন্তান বিধি দ্বারা শাসিত হইত, তাহাদের সম্বন্ধে ৮, ১০, ১৫ ও ২৩ ধারার বিধানসমূহ এরূপে কার্যকরী হইবে, যেন—

(i) ৮ ধারার (গ) ও (ঘ) উপ-প্রকরণের স্থলে নিম্নলিখিত অংশ প্রতিস্থাপিত হইয়াছিল, যথা :—

"(গ) তৃতীয়তঃ, যদি শ্রেণীদ্বয়ের কোনটিরই কোন ওয়ারিশ না থাকে, তাহা হইলে, তাহার আত্মীয়গণের নিকট, ঐ আত্মীয়গণ গোত্রজই হউক বা বন্ধুই হউক।" ;

(ii) ১৫ ধারার (১) উপধারার (ক) হইতে (ঙ) প্রকরণের স্থলে নিম্নলিখিত অংশ প্রতিস্থাপিত হইয়াছিল, যথা :—

"(ক) প্রথমতঃ, (কোন পূর্বমৃত পুত্রের বা কন্যার সন্তানগণ সমেত) পুত্রগণের ও কন্যাগণের এবং মাতার নিকট ;

(খ) দ্বিতীয়তঃ, পিতার এবং স্বামীর নিকট ;

(গ) তৃতীয়তঃ, মাতার ওয়ারিশগণের নিকট ;

(ঘ) চতুর্থতঃ, পিতার ওয়ারিশগণের নিকট ; এবং

(ঙ) সর্বশেষে, স্বামীর ওয়ারিশগণের নিকট।" ;

(iii) ১৫ ধারার (২) উপধারার (ক) প্রকরণ বাদ দেওয়া হইয়াছিল ;

(iv) ২৩ ধারা বাদ দেওয়া হইয়াছিল।

উত্তরাধিকার সম্পর্কিত সাধারণ বিধানসমূহ

অর্ধরক্ত অপেক্ষা পূর্ণরক্ত অধিমান পাইবে।

১৮। যদি আত্মীয়তার প্রকৃতি অন্য সকল দিক হইতে একই হয়, তাহা হইলে, কোন উইলবিহীনের সহিত পূর্ণরক্তের সম্বন্ধযুক্ত ওয়ারিশগণ অর্ধরক্তের সম্বন্ধযুক্ত ওয়ারিশগণ অপেক্ষা অধিমান পাইবে।

দুই বা ততোধিক ওয়ারিশের উত্তরাধিকারের ধরণ।

১৯। যদি কোন উইলবিহীনের সম্পত্তিতে দুই বা ততোধিক ওয়ারিশ একত্রে উত্তরাধিকারী হয়, তাহা হইলে, তাহারা ঐ সম্পত্তি লইবে,—

(ক) এই আইনে অন্যথা স্পষ্টভাবে যেরূপে বিধান করা আছে সেরূপে ভিন্ন, মাথাপিছু, এবং শাখাওয়ারী নহে ; এবং

(খ) সামান্যিক প্রজারূপে, এবং সংযুক্ত প্রজারূপে নহে।

গর্ভস্থ সন্তানের অধিকার।

২০। কোন উইলবিহীনের মৃত্যুর সময়ে যে সন্তান গর্ভস্থ ছিল এবং যে পরে জীবন্ত জন্মিয়াছে, তাহার উইলবিহীনের ওয়ারিশ হইবার সেই একই অধিকার থাকিবে, যেন সে উইল-বিহীনের মৃত্যুর পূর্বে জন্মিয়াছিল, এবং, এরূপ কোন ক্ষেত্রে, উইলবিহীনের মৃত্যুর তারিখ হইতে কার্যকারিতা সহ, দায়াধিকার বর্তাইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

যুগপৎ মৃত্যুর ক্ষেত্রে প্রাগ্‌ধারণা।

২১। যেক্ষেত্রে দুই ব্যক্তি এরূপ অবস্থায় মৃত হইয়া থাকে যাহাতে ইহা অনিশ্চিত হইয়া পড়ে যে একজন অন্যজনের উত্তরজীবী হইয়াছিল কি না এবং হইয়া থাকিলে, কে অন্যজনের উত্তরজীবী হইয়াছিল, সেক্ষেত্রে সম্পত্তির উত্তরাধিকার প্রভাবিত করে এরূপ সকল উদ্দেশ্যের জন্য, বিপরীত কিছু প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত, ইহা প্রাগ্‌ধারণা করিতে হইবে যে কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠের উত্তরজীবী হইয়াছিল।

কোন কোন ক্ষেত্রে সম্পত্তি অর্জনের অধিমানী অধিকার।

২২। (১) যেক্ষেত্রে, এই আইনের প্রারম্ভের পরে, কোন উইলবিহীনের কোন স্থাবর সম্পত্তিতে অথবা তদ্দ্বারা, একক-ভাবেই হউক বা অন্য ব্যক্তির সহিত যুক্তভাবেই হউক, পরিচালিত কোন ব্যবসায়ে কোন স্বার্থ, তফসিলের শ্রেণী ১-এ বিনির্দিষ্ট দুই বা ততোধিক ওয়ারিশগণের নিকট প্রতিসংক্রমিত হয়, এবং ঐ ওয়ারিশগণের যেকোন একজন ঐ সম্পত্তিতে বা ব্যবসায়ে তাহার স্বার্থ হস্তান্তর করিবার প্রস্তাব করে, সেক্ষেত্রে অন্য ওয়ারিশগণের ঐ হস্তান্তরিত করিবার জন্য প্রস্তাবিত স্বার্থ অর্জন করিবার অধিমানী অধিকার থাকিবে।

(২) যে প্রতিদানের জন্য মৃত ব্যক্তির সম্পত্তিতে কোন স্বার্থ এই ধারা অনুযায়ী হস্তান্তরিত হইতে পারে, তাহা, পক্ষগণের মধ্যে মতৈক্যের অভাবে, এতৎপক্ষে আদালতে আবেদন করা হইলে পর, আদালত কর্তৃক নির্ধারিত হইবে, এবং যদি ঐ স্বার্থ অর্জন করিবার প্রস্তাবকারী কোন ব্যক্তি ঐরূপে নির্ধারিত প্রতি-দানের পরিবর্তে উহা অর্জন করিতে ইচ্ছুক না হয়, তাহা হইলে, ঐ ব্যক্তি আবেদনের সকল খরচা বা উহার আনুষঙ্গিক সকল খরচা প্রদান করিতে দায়িত্বাধীন থাকিবে।

(৩) যদি তফসিলের শ্রেণী ১-এ বিনির্দিষ্ট দুই বা ততোধিক ওয়ারিশ এই ধারা অনুযায়ী কোন স্বার্থ অর্জন করিবার জন্য প্রস্তাবকারী থাকে, তাহা হইলে, যে ওয়ারিশ হস্তান্তরের জন্য সর্বোচ্চ প্রতিদান দিতে চাহিবে তাহাকে অধিমান দিতে হইবে।

ব্যাখ্যা।—এই ধারায় "আদালত" বলিতে সেই আদালত বুঝাইবে, যাহার ক্ষেত্রাধিকারের সীমার মধ্যে ঐ স্থাবর সম্পত্তি অবস্থিত, অথবা ঐ ব্যবসায় পরিচালিত, এবং উহা রাজ্যসরকার সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা এতৎপক্ষে যেরূপ বিনির্দিষ্ট করিতে পারেন সেরূপ অন্য যেকোন আদালতকে অন্তর্ভাবিত করিবে।

বসতবাটী সম্পর্কে বিশেষ বিধানসমূহ।

২৩। যেক্ষেত্রে কোন উইলবিহীন হিন্দু তফসিলের শ্রেণী ১-এ বিনির্দিষ্ট পুরুষ ও স্ত্রী উভয়বিধ ওয়ারিশ উত্তরজীবী রাখিয়া গিয়াছে এবং তাহার পরিবারের সদস্যগণের দ্বারা সম্পূর্ণভাবে দখলীকৃত কোন বসতবাটী তাহার সম্পত্তির অন্তর্ভুক্ত হয়, সেক্ষেত্রে, এই আইনে যাহাই থাকুক না কেন তৎসত্ত্বেও, ঐরূপ কোন স্ত্রী ওয়ারিশের ঐ বসতবাটীর বাটোয়ারা দাবি করিবার অধিকার উদ্ভূত হইবে না, যতক্ষণ না পুরুষ ওয়ারিশগণ তন্মধ্যে তাহাদের নিজ নিজ অংশ বিভক্ত করিয়া লইতে চাহে; কিন্তু ঐ স্ত্রী ওয়ারিশের উহাতে বসবাসের অধিকার থাকিবে:

তবে, যেক্ষেত্রে ঐরূপ স্ত্রী ওয়ারিশ একজন কন্যা, সেক্ষেত্রে তাহার ঐ বসতবাটীতে বসবাসের অধিকার থাকিবে কেবল তখনই, যখন সে অবিবাহিতা হয়, অথবা তাহার স্বামী কর্তৃক পরি ত্যক্ত হয় বা স্বামী হইতে পৃথক হইয়া থাকে, অথবা বিধবা হয়।

পুনর্বিবাহকারিণী কোন কোন বিধবা বিধবারূপে ওয়ারিশ হইবে না।

২৪। যে ওয়ারিশ কোন উইলবিহীনের সহিত পূর্বমৃত পুত্রের বিধবারূপে, কোন পূর্বমৃত পুত্রের পূর্বমৃত পুত্রের বিধবারূপে বা কোন ভ্রাতার বিধবারূপে সম্বন্ধযুক্ত, সে ঐরূপ বিধবারূপে উইলবিহীনের সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারী হইবার অধিকারী হইবে না, যদি যে তারিখে উত্তরাধিকার আরম্ভ হয় সেই তারিখে সে পুনর্বিবাহিতা থাকে।

খুনী অযোগ্য হইবে।

২৫। যে ব্যক্তি খুন করে অথবা খুনের কার্যে অপসহায়তা করে সে, যাহাকে খুন করা হইয়াছে তাহার সম্পত্তি, অথবা যে সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার অগ্রসারণের জন্য সে খুন করিয়াছে বা খুনের কার্যে অপসহায়তা করিয়াছে সেরূপ অন্য কোন সম্পত্তি, দায়াধিকার সূত্রে পাইবার অযোগ্য হইবে।

ধর্মান্তরিত ব্যক্তির বংশজগণ অযোগ্য হইবে।

২৬। যেক্ষেত্রে কোন হিন্দু, এই আইনের প্রারম্ভের পূর্বে বা পরে, অন্য ধর্মে ধর্মান্তরিত হওয়ায় আর হিন্দু থাকিতে বিরত হইয়াছে বা বিরত হয়, সেক্ষেত্রে ঐরূপ ধর্মান্তরণের পরে জাত তাহার সন্তানগণ এবং তাহাদের বংশজগণ তাহাদের হিন্দু আত্মীয়গণের মধ্যে কাহারও সম্পত্তি দায়াধিকারসূত্রে পাইবার অযোগ্য হইবে, যদি না উত্তরাধিকার আরম্ভ হইবার সময়ে ঐ সন্তান বা বংশজগণ হিন্দু থাকে।

ওয়ারিশ অযোগ্য হইলে উত্তরাধিকারি

২৭। যদি কোন ব্যক্তি এই আইন অনুযায়ী কোন সম্পত্তি দায়াধিকারসূত্রে পাইবার অযোগ্য হয়, তাহা হইলে, উহা, যেন ঐ ব্যক্তি উইলবিহীনের পূর্বেই মৃত হইয়াছিল এইভাবে, প্রতিসংক্রমিত হইবে।

ব্যাধি, বিকৃতি প্রভৃতি অযোগ্য করিবে না।

২৮। কোন ব্যক্তিই, কোন ব্যাধি, বিকৃতি বা বিকলাঙ্গতার হেতুতে অথবা এই আইনে যেরূপ বিহিত আছে সেরূপে ভিন্ন অন্য কোন হেতুতেই, উত্তরাধিকারসূত্রে কোন সম্পত্তি পাইবার অযোগ্য হইবে না।

রাজগামিতা

ওয়ারিশের অভাব।

২৯। যদি কোন উইলবিহীন এই আইনের বিধানসমূহ অনুসারে উত্তরাধিকারসূত্রে তাহার সম্পত্তি পাইবার যোগ্যতাসম্পন্ন কোন ওয়ারিশ না রাখিয়া গিয়া থাকে, তাহা হইলে, ঐ সম্পত্তি সরকারের নিকট প্রতিসংক্রমিত হইবে এবং সরকার, একজন ওয়ারিশ যেসকল দায়িত্ব ও দায়িতার অধীন থাকিত সেই সকল দায়িত্ব ও দায়িতার অধীনে, ঐ সম্পত্তি লইবেন।

অধ্যায় ৩

উইলমূলক উত্তরাধিকার

উইলমূলক উত্তরাধিকার।

১৯২৫-এর ৩৯।

৩০। কোন হিন্দু উইল বা অন্য উইলমূলক বিলিব্যবস্থা দ্বারা এরূপ যেকোন সম্পত্তির বিলিব্যবস্থা করিতে পারিবে, যাহা ভারতীয় উত্তরাধিকার আইন, ১৯২৫ অথবা তৎকালে বলবৎ এবং হিন্দুগণের প্রতি প্রযোজ্য অন্য যেকোন বিধির বিধানসমূহ অনুসারে তৎকর্তৃক ঐরূপে বিলিব্যবস্থিত হইবার যোগ্য।

ব্যাখ্যা।—কোন মিতাক্ষরা সহদায়িকী সম্পত্তিতে কোন পুরুষ হিন্দুর স্বার্থ অথবা কোন তারওয়াড়, তাভাজি, ইল্লম, কুটুম্ব বা কাভারুর সম্পত্তিতে কোন তারওয়াড়, তাভাজি, ইল্লম, কুটুম্ব বা কাভারুর কোন সদস্যের স্বার্থ, এই আইনে অথবা তৎকালে বলবৎ অন্য কোন বিধিতে যাহাই অন্তর্ভুক্ত থাকুক না কেন তৎসত্ত্বেও, তাহার (পুরুষ বা স্ত্রী) দ্বারা, এই উপধারার অর্থের মধ্যে, বিলিব্যবস্থিত হইবার যোগ্য সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইবে।

অধ্যায় ৪

নিরসনসমূহ

৩১। [নিরসনসমূহ] নিরসন ও সংশোধন আইন, ১৯৬০ (১৯৬০-এর ৫৮), ২ ধারা এবং প্রথম তফসিল দ্বারা নিরসিত।

তফসিল

(৮ ধারা দ্রষ্টব্য)

শ্রেণী ১ এবং শ্রেণী ২-এর ওয়ারিশগণ

শ্রেণী ১

পুত্র ; কন্যা; বিধবা ; মাতা ; কোন পূর্বমৃত পুত্রের পুত্র ; কোন পূর্বমৃত পুত্রের কন্যা ; কোন পূর্বমৃতা কন্যার পুত্র ; কোন পূর্বমৃতা কন্যার কন্যা ; কোন পূর্বমৃত পুত্রের বিধবা ; কোন পূর্বমৃত পুত্রের কোন পূর্বমৃত পুত্রের পুত্র; কোন পূর্বমৃত পুত্রের কোন পূর্বমৃত পুত্রের কন্যা ; কোন পূর্বমৃত পুত্রের কোন পূর্বমৃত পুত্রের বিধবা।

শ্রেণী ২

১। পিতা।

২। (১) পুত্রের কন্যার পুত্র, (২) পুত্রের কন্যার কন্যা, (৩) ভ্রাতা, (৪) ভগিনী।

৩। (১) কন্যার পুত্রের পুত্র, (২) কন্যার পুত্রের কন্যা, (৩) কন্যার কন্যার পুত্র, (৪) কন্যার কন্যার কন্যা।

৪। (১) ভ্রাতার পুত্র, (২) ভগিনীর পুত্র, (৩) ভ্রাতার কন্যা, (৪) ভগিনীর কন্যা।

৫। পিতার পিতা ; পিতার মাতা।

৬। পিতার বিধবা ; ভ্রাতার বিধবা।

৭। পিতার ভ্রাতা ; পিতার ভগিনী

৮। মাতার পিতা ; মাতার মাতা।

৯। মাতার ভ্রাতা ; মাতার ভগিনী।

ব্যাখ্যা।—এই তফসিলে, ভ্রাতা বা ভগিনীর উল্লেখ জঠর-রক্তের ভ্রাতা বা ভগিনীর উল্লেখকে অন্তর্ভাবিত করিবে না।